সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

মহাভারত

সৌপ্তিকপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অশ্বত্থামার পাণ্ডবনাশার্থ প্রতিজ্ঞা

জন্মেজয় বলিলেন কহ মুনিবর।
কোন্ জন কি কর্ম্ম করিল অতঃপর॥
মুনি বলে দ্রোণপুত্র রাজার সাক্ষাতে।
মহা অহঙ্কার করি লাগিল বলিতে॥
অবধান মহারাজ কৌরব-ঈশ্বর।
এক কথা কহি আমি তোমার গোচর॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আর শল্য আদি বীরে।
সেনাপতি করিয়া পূজিলা সমাদরে।
কোন্ কর্ম্ম তোমার করিল কোন্ জন।
সবে পাণ্ডবের পক্ষ জানিহ রাজন॥
সে কারণে তোমার না হৈল কিছু হিত।
মম ইচ্ছা হয়, কিছু করিব বিহিত॥
তব অপমান আমি সহিতে না পারি।
সেনাপতি কর মোরে কুরু-অধিকারী॥
আমার বীরত্ব তুমি জান ভালমতে।
কোন্ জন যুঝিবেক আমার অগ্রেতে॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
মম সনে বিবাদে তরিবে কোন জন॥
একদিন যুক্তি না করিলে মম সনে।
আপন বৈভব তুমি নাশিলা আপনে॥
জনম অবধি আমি তোমার পালিত।
সে কারণে করিবারে চাহি তব হিত॥
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন নরনাথ।
পাঞ্চাল পাণ্ডবে আজি করিব নিপাত॥
দ্রৌণির বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
সাধু সাধু বলিয়া করেন নিবেদন॥
যে সব কহিলা মোরে গুরুর নন্দন।
পাণ্ডবের প্রিয় সবে বুঝিনু এখন॥
আর কেহ নাহি মম শুন মহাশয়।
আপনি যদ্যপি মম ঘুচাও সংশয়॥
সেনাপতি তোমারে করিব আজি আমি।
যদবধি আছি, কিছু হিত কর তুমি॥
রাজার বিনয় শুনি দ্রোণের নন্দন।
গর্ব্ব করি বলিল নাশিব সর্ব্বজন॥
কৌরবের পতি শুনি এতেক বচন।
কৃপেরে চাহিয়া তবে বলিছে তখন॥
শীঘ্রগতি জল আনি দেহ মহামতি।
আজি গুরুপুত্রেরে করিব সেনাপতি॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
দুই বীর চলিলেক জলের কারণ॥
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা চলিল তখনি।
জল অন্বেষণ করে আঁধার রজনী॥

স্থানে স্থানে ভ্রমে, জল খুঁজিয়া না পায় ।
একত্র হইয়া দোঁহে ভাবেন উপায় ॥
রাজার বচনে আসি জল অন্বেষণে ।
জল নাহি পাই কি করিব দুই জনে ॥
বলিলেন কৃপ, শুন আমার বচন ।
যুদ্ধকালে এনেছিল জল সৈন্যগণ ॥
সেই জল বিনা আর না দেখি উপায় ।
এত বলি দুইজন চলিল তথায় ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত ।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত ॥

অশ্বত্থামাকে সেনাপতির অভিষেক ।

হেম কলসেতে বারি ল'য়ে দুইজন ।
রাজার নিকটে যায় আনন্দিত মন ॥
যথায় আছয়ে রাজা তথায় চলিল ।
দুর্য্যোধন নিকটেতে জল আনি দিল ॥
দেখি আনন্দিত অতি কৌরবের পতি ।
অভিষেক করিতে উঠেন শীঘ্রগতি ॥
উরু ভাঙ্গি পড়িয়াছে উঠিতে না পারে ।
স্পর্শ করি দিল বারি অশ্বত্থামা করে ॥
আপনি লইয়া বারি ঢালিলেক শিরে ।
এইরূপে সেনাপতি করিল দ্রৌণীরে ॥
বিদায় হইয়া তবে বীর তিনজন ।
পাণ্ডব শিবিরে যান সত্বর গমন ॥
ঘোর অন্ধকার নিশি পথ নাহি চিনি ।
ধীরে ধীরে চলি যায়, শব্দ নাহি শুনি ॥
হেনমতে কতদূর যায় তিনজন ।
বৃক্ষতলে বসি করে কথোপকথন ॥
হেনকালে রাজা সেই বৃক্ষের উপরে ।
দারুণ সঞ্চান পক্ষী পান দেখিবারে ॥
জাগি রহিয়াছে সেই ভক্ষণের তরে ।
নিদ্রিত সকল পক্ষী সকল সংসারে ॥
দেখিয়া উপায় পেয়ে বলে অশ্বত্থামা ।
এক বুদ্ধি পাইলাম কৃপাচার্য্য মামা ॥
কহিতে লাগিল পরে দ্রোণের কুমার ।
পাঞ্চাল পাণ্ডবে আজি করিব সংহার ॥
এইমত অশ্বত্থামা কহি দুই বীরে ।
হরষিত হ'য়ে যায় পাণ্ডব-শিবিরে ॥
রণজয় করিয়া হরিষ বড় মনে ।
সুখে নিদ্রা যায় সব পাণ্ডব-নন্দনে ॥
এইকালে তিনজন উত্তরিল তথা ।
বীরদর্প করি দ্রোণি কহিলেন কথা ।
সবংশে পাণ্ডবে আজি মারিব সমূলে ।
একজন না রাখিব পাণ্ডবের কুলে ॥
বলিলেন কৃপ ইহা না হয় উচিত ।
নিদ্রিত জনেরে নাহি মারি কদাচিত ॥
ভয়ার্ত্ত শরণাগত নিদ্রিত যে জন ।
কখন না হেন জনে করি প্রহরণ ॥
নিষেধ না মানি ইহা যেই জন করে ।
পঞ্চম পাতকী মধ্যে গণি যে তাহারে ॥
আমার বচন তুমি শুন সাবধানে ।
হেন কর্ম্ম বাসনা না কর কদাচনে ॥
আপন কুকর্ম্মে মজিলেক দুর্য্যোধন ।
ধার্ম্মিক পাণ্ডবে হিংসা করে অনুক্ষণ ॥
পাণ্ডবের সহায় সম্পদ নারায়ণ ।
তাহার অহিত করি জীবে কোন জন ॥
দুর্য্যোধন হিতাহিত বিচারিয়া মনে ।
যত শক্তি আছিল যুঝিল প্রাণপণে ॥
তখন নারিলে যুদ্ধ করিবে এখন ।
দুর্ব্বদ্ধি ছাড়িয়া তাত স্থির কর মন ॥
পিতৃবৈরী যদি চাহ করিতে নিধন ।
রণ মধ্যে ধরি বাপু কর নিপাতন ॥
সৎকর্ম্ম করিবে তাত মনে বিচারিলে ।
অসৎপথে পদার্পণ কিহেতু করিলে ॥
সৎকর্ম্ম সাধন তাত করহ যতনে ।
অসৎকর্ম্ম করিবারে ইচ্ছা কেন মনে ॥
এখন যে কহি আমি শুন সাবধানে ।
তিনজন চল যাই ধৃতরাষ্ট্র স্থানে ॥
সবাকার অধিকারী হন অন্ধরাজ ।
সে যেমত কহিবে করিব সেই কাজ ॥
সৌপ্তিকপর্ব্বের কথা অমৃতের ধার ।
কাশী কহে শুনিলে এ ভব হবে পার ॥

শিবিরের দ্বারে অশ্বত্থামার শিবদর্শন।

কৃপের বচন শুনি দ্রোণের নন্দন।
ই চক্ষু রক্তবর্ণ কহিছে বচন ॥
রিয়াছি প্রতিজ্ঞা রাজার বিদ্যমানে।
কল করিব নষ্ট তোমার বচনে ॥
ত্রধর্ম্ম আছে হেন কহে জ্ঞানিজন।
ত্র হ'য়ে করিবেক প্রতিজ্ঞা পালন ॥
রাণি বলে যাব আমি শিবির ভিতর।
র ছাড়ি দেহ যদি প্রাণে থাকে ডর ॥
নিয়া কহেন শিব ছদ্মবেশধারী।
রী রক্ষা করি আমি হইয়া দুয়ারী ॥
কেশ্বর আছি আমি দ্বারের রক্ষণে।
মা না জিনিয়া পুরে যাইবে কেমনে ॥
নিয়া কুপিত দ্রৌণি মারে নানা বাণ।
খ মেলি সে সব গিলেন ভগবান ॥
ত বাণ এড়ে দ্রৌণি খান্ ত্রিলোচন।
খিয়া বিস্ময় মানে দ্রোণের নন্দন ॥
ন্য তূণ হৈল আর অস্ত্র নাহি তাতে।
স্ময় মানিয়া দ্রৌণি লাগিল ভাবিতে ॥
মান্য মনুষ্য নাহি হবে এইজন।
ণ গিলে নর হ'য়ে, না দেখি এমন ॥
জ্ঞাসা করিল তবে দ্রোণের নন্দন।
ক নিবেদন মম শুন মহাজন ॥
রুণ আমার অস্ত্র আপনি গিলিলা।
ত বাণ খেয়ে কিছু ব্যথিত নহিলা ॥
ন্য হৈল তূণ মম, বাণ নাহি আর।
তামার চরিত্র দেখি লাগে চমৎকার ॥
কান্ দেব তুমি হও কহ মহাশয়।
নুগ্রহ করি নাশ করহ সংশয় ॥
তেক বলিল যদি দ্রোণের নন্দন।
বোধিয়া তাহারে কহেন ত্রিলোচন ॥
াহি জান দ্রোণপুত্র আমি কোনজন।
নাথ নাম মম জানে বিশ্বজন ॥
র্ত্ত শুনি কহে দ্রৌণি যোড় করি হাত।
পা করি মোরে দ্বার ছাড় বিশ্বনাথ ॥
ধূর্জ্জটি বলেন ইহা কেমনে পারিব।
পাণ্ডবের আজ্ঞা বিনা ছাড়িতে নারিব ॥
চিন্তিত হইল দ্রৌণি শুনিয়া বচন।
ভাবে মনে উপায় কি করিব এখন ॥
কি করিব কি হইবে ভাবে দ্রৌণি বীর।
শিব পূজা করিব অন্তরে করে স্থির ॥
এত বলি গড়ে লিঙ্গ মৃত্তিকা লইয়া।
বিশ্বনাথে অর্চ্চিলেন বিল্বপত্র দিয়া ॥
শত্রুরে করিয়ে ক্ষয় অশেষ প্রকারে।
বলে ছলে কৌশলে নাশিব অকাতরে ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম লইয়াছি ব্রাহ্মণ হইয়া।
রাখিব ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রিপু সংহারিয়া ॥
আমারে মন্ত্রণা দিলা নিজশক্তিমত।
কেবা এত অজ্ঞান করিবে সেইমত ॥
দুরাচার রিপু মম দ্রুপদ-নন্দন।
অন্যায় সমরে তাতে করিল নিধন ॥
সেই কোপে আজিও আমার তনু জ্বলে।
নিতান্ত বধিব আজি নিজ বাহুবলে ॥
তাহে যেইজন তার হইবে সহায়।
তার সহ মারিয়া পাঠাব যমালয় ॥
যেই দিন ধৃষ্টদ্যুম্ন নাশিলেক তাতে।
অঙ্গীকার করিয়াছি সবার সাক্ষাতে ॥
ব্রহ্মবধী পাতকী অধম দুরাচার।
তাহাকে মারিতে হেন উদ্যম আমার ॥
পাঞ্চাল পাণ্ডবে আমি করিব নিধন।
পরিতুষ্ট হইবে ভূপতি দুর্য্যোধন ॥
হর্ত্তা কর্ত্তা অন্নদাতা জনম অবধি।
প্রাণপণ করিয়া তাহার কার্য্য সাধি ॥
গৃহমধ্যে শ্রেষ্ঠ যেইজন অন্নদাতা।
তাহারে তুষিতে পাপ নাহিক সর্ব্বথা ॥
দুর্য্যোধনে তুষিব মারিব পিতৃবৈরি।
সন্তুষ্ট হইবে মোরে কুরু অধিকারী ॥
এত বলি গর্জ্জে বীর দ্রোণের নন্দন।
নিঃশব্দে রহেন কৃপ না কহে বচন ॥
মহাবেগে যান দ্রৌণি অতি ক্রোধমনে।
পাছু পাছু দুইজনে চলে তাঁর সনে ॥

শিবের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ।

[পৃষ্ঠা—৬৯৯

শিবির নিকটে উত্তরিল তিন জন ।
পশিতে বিরোধী হৈল নর এক জন ॥
বিভূতি ভূষণ তার অঙ্গে ফণিহার ।
চতুর্ভুজ ত্রিলোচন শিরে জটাভার ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করেতে ডম্বুর ।
দিব্যরূপ দ্বারে বসি আছে মহাশূর ॥
এইরূপে দ্বার রক্ষা করেন শঙ্কর ।
নিষেধ করেন তারে যাইতে ভিতর ॥
গঙ্গাজলে পুষ্প দিয়া করিল অর্চ্চন ।
পূজা সারি স্তব করে দ্রোণের নন্দন ॥
কাশীরাম দাস কহে শুন সর্ব্বজন ।
যেইরূপ স্তব করে দ্রোণের নন্দন ॥

অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক শিবের স্তব ।

শুন প্রভু দিগম্বর, বাঞ্ছা পূর্ণ কর হর,
আমি দীন হীন অভাজন ।
ক্ষমা কর দোষ যত, আমি তব অনুগত,
নাহি জানি ভজন পূজন ॥
আকাশ পাতাল ভূমি, স্থাবর জঙ্গম তুমি,
দশ দিক অষ্ট কুলাচল ।
ক্ষিতি অপ তেজঃ ব্যোম,পবন ভাস্কর সোম,
তব মূর্ত্তি বিশেষ সকল ॥
কি কব তোমার তত্ত্ব, তুমি রজঃ তুমি সত্ত্ব,
তমোগুণে করহ সংহার ।
পড়িয়াছি এই দায়, উদ্ধার করহ তায়,
তোমা বিনা কেবা আছে আর ॥
ভজনবিহীন জন, হের প্রভু ত্রিলোচন,
লজ্জা রক্ষা কর এইবার ।
কাতর এ দীন জানি, কৃপা কর শূলপাণি,
তোমা বিনা গতি কি আমার ॥
সুমতি কুমতি দাতা, তুমি সবাকার ধাতা,
পাষণ্ড কি জানিবে মহিমা ।
ভক্তজনে জানে তত্ত্ব, ও চরণে সদা মত্ত,
গুণাতীত গুণে নাই সীমা ॥
তব ভক্ত যেই জন, তার নহে দুঃখী মন,
সদা সুখে বঞ্চে চিরকাল ।
অভক্ত তোমার যেই, সদা দুঃখে মরে সেই,
বদ্ধ থাকে নাহি কাটে কাল ॥
জ্ঞানোদয় নাহি হয়, সদা অন্ধকারময়,
বৃথা সেই ভ্রমে অবিরত ।
না বুঝে ধর্ম্মের মর্ম্ম, যেমতে আপন কর্ম্ম,
ফল পায় সেই সেইমত ॥
যদি জ্ঞান হয় তার, তবে ঘুচে অন্ধকার,
তব পদ আশ্রয় করিলে ।
দিনে দিনে বাড়ে মান, পুনঃ হয় পুণ্যবান,
ভক্তিতে কেবল ইহা মিলে ॥
এমন নামের গুণ নির্গুণের জন্মে গুণ,
গুণিগণে অধিক বাহুল্য ।
অনায়াসে মুক্ত হয়, যেই জন নাম লয়,
পৃথিবীতে নাহি তার তুল্য ॥
এত বলি দ্রোণপুত্র, স্তব করি শুদ্ধচিত্ত,
মহেশের ভুলাইল মন ।
সদয় হইয়া হর, তারে কন নিতে বর,
কি বাসনা বলহ এখন ॥
দ্রৌণি বলে এই বর, দেহ দেব দিগম্বর,
বাঞ্ছা পূর্ণ যেন মম হয় ।
করি গিয়া শত্রুনাশ, দ্বার ছাড়ি কৃত্তিবাস,
এই বর দেহ মহাশয় ॥

অশ্বত্থামার শিবিরে প্রবেশ ও ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বধ ।

গিরিশ বলিল ইহা করিতে না পারি ।
পুরী রক্ষা করি আমি হইয়া যে দ্বারী ॥
এ বর ছাড়িয়া মাগ যাহা লয় মন ।
দ্রৌণি বলে অন্য বরে নাহি প্রয়োজন ॥
যদি কদাচিৎ এই বর নাহি দিবে ।
বলিদান গ্রহণ করহ দেব তবে ॥
দিব্য অস্ত্র যুড়ি অগ্রে জ্বালিল অনল ।
পুড়িয়া মরিতে যায় দ্রৌণি মহাবল ॥
বহু স্তব করিতে সে না করিল ত্রুটি ।
নিবারিয়া বর মাগ বলিলা ধূর্জ্জটি ॥
দ্রৌণি বলে যদি বর দিবে ত্রিলোচন ।
কৃপায় করহ মম প্রতিজ্ঞা পূরণ ॥

স্তবে বশ শঙ্কর দিলেন সেই বর।
পুনরপি বলে দ্রৌণি যুড়ি দুই কর॥
আর এক অনুগ্রহ কর শূলপাণি।
কৃপা করি দেহ মোরে তব খড়্গখানি॥
খড়্গ দিয় অন্তরে গেলেন পশুপতি।
কৃপেরে চাহিয়া বলে দ্রৌণি মহামতি॥
দ্বার আগুলিয়া দোঁহে রহ এইখানে।
কাটিও তাহার মাথা আসিবে যে জনে॥
খড়্গ হস্তে শিবিরে পশিল বীরবর।
নিদ্রাগত ধৃষ্টদ্যুম্ন খট্টার উপর॥
পিতৃবৈরী পেয়ে বীর মহাকোপমনে।
হাসিয়া ধরিল তবে পাঞ্চাল-নন্দনে॥
দ্রৌণিরে দেখিয়া বীর বিষণ্ণ বদন।
গদগদস্বরে বলে পাঞ্চাল-নন্দন॥
খড়্গে মুণ্ড কাটি মোরে না কর নিধন।
যুদ্ধ করি কর বীর স্বকার্য্য সাধন॥
দ্রৌণি বলে ব্রহ্মবধী দুষ্ট দুরাচার।
পশুবৎ করি তোরে করিব সংহার॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন কহে আরবার।
বিনা যুদ্ধে না মারিহ দ্রোণের কুমার॥
যুদ্ধেতে হইলে মৃত্যু স্বর্গেতে গমন।
এই কার্য্য কর বীর দ্রোণের নন্দন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন-বচন শুনিয়া নাহি শুনে।
বজ্রমুষ্টি কীল তায় মারে ক্রোধমনে॥
হস্ত পদ উদরেতে করিল প্রবেশ।
পশুবৎ করিয়া ভাঙ্গিল মধ্যদেশ॥
ভীম যেন কীচকেরে করিল সংহার।
সেইমত করিলেন কুষ্মাণ্ড আকার॥
একেশ্বর দ্রোণপুত্র মারে সবাকারে।
নিশাযোগে ঘোর রণ শিবির ভিতরে॥
হাহাকার মহাশব্দ হয় আচম্বিতে।
প্রাণভয়ে পলাইতে চাহে দ্বারপথে॥
অসি হস্তে দুইজন রক্ষা করে দ্বার।
বাহির হইতে তারা করয়ে সংহার॥
বিপাকে পড়িয়া তারা না দেখে নিষ্কৃতি।
ঘোর রণ করে সবে দ্রৌণির সংহতি॥

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রণেতে প্রচণ্ড।
কাটিল সকল সেনা করি খণ্ড খণ্ড॥
দাবানল বন যেন করয়ে দাহন।
সেইমত কাটে সেনা দ্রোণের নন্দন॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ছিল এক ঘরে।
এক ঠাঁই শুয়েছিল পঞ্চ সহোদরে॥
হাত বুলাইয়া দেখে দ্রোণের নন্দন।
ভাবিল পাণ্ডব এই ভাই পঞ্চজন॥
মুখে বস্ত্র বান্ধিয়া কাটিয়া পাড়ে শির।
একে একে পঞ্চমুণ্ড কাটে দ্রৌণি বীর॥
পঞ্চমুণ্ড বসনে বান্ধিয়া দ্রোণসুত।
পাণ্ডবে জিনিয়া মনে বড় হর্ষযুত॥
জাগিয়া শিখণ্ডী ধনুর্ব্বাণ নিল হাতে।
করয়ে দারুণ যুদ্ধ দ্রৌণির সহিতে॥
বাণে বাণ নিবারয়ে দ্রোণের কুমার।
এইরূপে মহাযুদ্ধ করে মহামার॥
তীক্ষ্ণ অসি ল'য়ে বীর দ্রোণের কুমার।
মণ্ডলী করিয়া যুঝে বীর অবতার॥
ধরাধরি করি দোঁহে করে মহারণ।
মুণ্ডে মুণ্ডে বুকে বুকে চরণে চরণ॥
মল্লযুদ্ধ করি দোঁহে ক্ষিতিতলে পড়ি।
করিয়া অতুল যুদ্ধ যায় গড়াগড়ি॥
কখন উপরে দ্রৌণি শিখণ্ডী কখন।
দোঁহার প্রহারে দোঁহে অতি ক্রোধমন॥
প্রাণপণে শিখণ্ডী মারয়ে দ্রোণসুতে।
নাহি ফুটে অঙ্গে তার দৈববল হৈতে॥
বজ্রমুষ্ট্যাঘাত মারে শিখণ্ডীর মাথে।
ভাঙ্গিল মস্তকখান বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে॥
এইমত শিখণ্ডীকে করিয়া সংহার।
একজন অবশেষে না রাখিল আর॥
পঞ্চমুণ্ড ল'য়ে দ্রৌণি চলে হরষিতে।
দোঁহাকার সঙ্গে আসি মিলিল দ্বারেতে॥
দ্রৌণি বলিলেন মম প্রতিজ্ঞা পূরণ।
পাণ্ডব প্রভৃতি আর নাহি একজন॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে।
দুর্য্যোধনে দিব, ল'য়ে চলহ ত্বরিতে॥

রাজার নিকটে আসি বীর তিনজন ।
দর্প করি কহে কথা দ্রোণের নন্দন ॥
অবধানে কথা শুন রাজা দুর্য্যোধন ।
মারিলাম তব শত্রু পাণ্ডুর নন্দন ॥
পাঞ্চাল বিরাট আদি যত বীর ছিল ।
সকলে আমার হাতে আজি মারা গেল ॥
যে প্রতিজ্ঞা করিলাম সাক্ষাতে তোমার ।
আজি আমি করিলাম পালন তাহার ॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে ।
এক জন না রাখিনু পাণ্ডব-সৈন্যেতে ॥
এত শুনি হরষিত হৈল দুর্য্যোধন ।
সাধু সাধু বলি রাজা বলিল বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

হর্ষ-বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু ।

পড়িয়া আছিল রাজা ভূমির উপর ।
বাহুযুগে ভর দিয়া উঠিল সত্বর ॥
রিপু নাশ শুনি রাজা তুষ্ট হৈল চিত্তে ।
পাণ্ডবের মুণ্ড রাজা চাহিল দেখিতে ॥
ধন্য মহাবীর তুমি গুরুর নন্দন ।
আমার পরম কার্য্য করিলে সাধন ॥
পঞ্চমুণ্ড দেহ আমি দেখিব নয়নে ।
ভীমের মস্তক আমি ভাঙ্গিব চরণে ॥
শুনি পঞ্চমুণ্ড দ্রৌণি দিল সেইক্ষণে ।
হাত বুলাইয়া দেখে রাজা দুর্য্যোধনে ॥
কৃষ্ণার দ্বিতীয় পুত্র ভীমের আকৃতি ।
ভীম বলি সেই মুণ্ড নিল কুরুপতি ॥
দুই করে সেই মুণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল ।
তিলবৎ মুণ্ড গোটা গুঁড়া হ'য়ে গেল ॥
দেখিয়া কৌরবপতি মানিল বিস্ময় ।
পাণ্ডবের মুণ্ড নহে জানিল নিশ্চয় ॥
একে একে পঞ্চমুণ্ড ভাঙ্গে দুর্য্যোধন ।
জানিল পাণ্ডব নহে এই পঞ্চজন ॥
পর্ব্বত সদৃশ মম গদা গুরুতর ।
কত প্রহারিনু তার মস্তক উপর ॥
পর্ব্বত ভাঙ্গিতে পারে করিয়া আঘাত ।
দুরন্ত রাক্ষসগণে করিল নিপাত ॥
মারে বক হিড়িম্ব কির্ম্মীর নিশাচর ।
জটাসুর কীচক শতেক সহোদর ॥
হেন ভীমে কাটিতে কি দ্রৌণির শকতি ।
এত বলি নিশ্বাস ছাড়িল কুরুপতি ॥
বিষাদ ভাবিয়া কহে দ্রোণের নন্দনে ।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ভাই পঞ্চজনে ॥
শিশুগণে সংহারিয়া কি কার্য্য সাধিলা ।
কুরুকুলে জলপিণ্ড দিতে না রাখিলা ॥
পাণ্ডবে মারিতে পারে কাহার শকতি ।
যাহার সহায় হরি কমলার পতি ॥
নির্ব্বংশ করিলে তুমি ভাই পঞ্চজনে ।
কুরুকুল বংশহীন হৈল এত দিনে ॥
এত বলি বিষাদ করিল বহুতর ।
হরিষ বিষাদে রাজা ত্যজে কলেবর ॥
কাহার শরণ লব কে করিবে ত্রাণ ।
তব কর্ম্মদোষে আজি হারাইব প্রাণ ॥
এইরূপে খেদ করি করয়ে বিচার ।
দম্ভ করি বলে তবে দ্রোণের কুমার ॥
রণ করি পাণ্ডবে পাঠাব যমালয় ।
মারিব পাণ্ডবে আমি কহিনু নিশ্চয় ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র আছে যেই আমার সদনে ।
কার শক্তি হইবেক তাহার বারণে ॥
এইমত তিনজনে করিয়া বিচার ।
ভাবে রণসিন্ধু মধ্যে কিসে হব পার ॥
এইরূপে তিনজন ভাবিতে লাগিল ।
ইতিমধ্যে বিভাবরী প্রভাত হইল ।
প্রাণভয়ে তিনজন তথা নাহি রয় ।
চলিল নগর মুখে সশঙ্ক হৃদয় ॥
ভারত সৌপ্তিকপর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন ।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন ॥

সৌপ্তিকপর্ব্ব সমাপ্ত ।

সচিত্র, সম্পূর্ণ কাশীদাসী

মহাভারত।

ঐষিকপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবী সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

পঞ্চপুত্রের মৃত্যু শ্রবণে যুধিষ্ঠিরাদির খেদ।

জন্মেজয় বলিলেন কহ তপোধন।
ধৃষ্টদ্যুম্নে বধি গেল দ্রোণের নন্দন ॥
শুনিয়া কি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ তপোধন ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সর্ব্ব সৈন্য বধি গেল রজনী সময় ॥
শোকাবেশে রজনী হইল সুপ্রভাত।
ডাকে কাক কোকিল উদয় দীননাথ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সারথি আছিল নিশাকালে।
জীবন রাখিয়াছিল মড়ার মিশালে।
প্রলয় মানিয়া মনে পাইল তরাস।
দেখিল নিভৃতে রহি সকল বিনাশ ॥
রবির প্রকাশে নিশা প্রসন্ন দেখিয়া।
যুধিষ্ঠিরে বার্ত্তা দিতে চলিল ধাইয়া ॥
আছে বা না আছে ধর্ম্ম মনের ভাবনা।
উরুতে চাপড় মারে রোদন বিমনা ॥
কান্দিতে কান্দিতে গেল যথা ধর্ম্মরাজ।
উপনীত হইয়া কহিছে সভামাঝ ॥
অবধান কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
নিশাকালে বধি গেল সব সেনাগণ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি করি যত বীর ছিল।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সহিত মারিল ॥
নিশাতে আসিয়া দুষ্ট দ্রোণের নন্দন।
অকস্মাৎ শিবিরেতে করিল গমন ॥
নিদ্রায় কাতর ছিল যত সেনাগণ।
একে একে মারিলেক নাহি একজন ॥
মৃত সঙ্গে ছিনু আমি করিয়া প্রকার।
বার্ত্তা দিতে আসিয়াছি অগ্রেতে তোমার ॥
শুনিয়া করেন খেদ ধর্ম্মের নন্দন।
সকলি করিল নষ্ট দ্রৌণি দুষ্টজন ॥
কিরূপে এমন যুদ্ধ হৈল কহ শুনি।
সূতপুত্র বলে অবধান নৃপমণি ॥
ইহার বৃত্তান্ত রাজা কি বলিব আর।
কালি নিশাকালে সৈন্য করিল সংহার ॥
কোন দেবে সহায় করিয়া কি আইল।
কোন দেবতায় সাধি এ বর পাইল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি বীরবর।
সংগ্রামের পরিশ্রমে শ্রান্ত কলেবর ॥
শিবিরে নিশায় সবে আছিল শয়নে।
আসিয়া দ্রোণের পুত্র বধিল জীবনে ॥
যার যত সেনা ছিল সুহৃদ বান্ধব।
একাকী বধিয়া গেল দেখি অসম্ভব ॥

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সবার জীবন ।
নিদ্রায় কাটিল শির দ্রোণের নন্দন ॥
সংহতি বাহিনী যত ছিল সম্বোধিতে ।
সকল মারিল শেষ জান নরপতে ॥
রমণী আছিল যত যাহার সংহতি ।
অঙ্গ ভঙ্গ করিয়া রাখিল মারি লাথি ॥
অশ্বত্থামা দুর্ম্মতির দয়া নাহি প্রাণে ।
কাতরে চরণে পড়ে তবু শিরে হানে ॥
অস্ত্র শস্ত্র বিবর্জ্জিত ছিল যত সেনা ।
কেহ বা শয়নে ছিল হ'য়ে অচেতনা ॥
কেশে ধরি আনি তার শির ফেলে কাটি ।
নিদ্রায় কাতর অতি করে ছটফটি ॥
তোমাকে কহিতে বিধি রাখিল আমায় ।
যে ছিল মরিল সবে শুন ধর্ম্মরায় ॥
শুনি রাজা ভূমিতে পড়েন অচেতনে ।
যেমন পড়য়ে বৃক্ষ মূলের ছেদনে ॥
সম্বিত পাইয়া রাজা করেন বিলাপ ।
কি করিতে কি হইল কত ছিল পাপ ॥
এখন কি করি আর লইয়া ভুবন ।
সর্ব্ব শূন্য দেখি এবে সব অকারণ ॥
মুনিগণ সহ ভাল ছিলাম কাননে ।
পাপভোগ হয় মম রাজ্যের কারণে ॥
জ্ঞাতি বন্ধুগণ যত শ্বশুর মাতুল ।
মায়া হেতু আসি সবে হয় অনুকূল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি হেন সহায় আমার ।
কোথায় শিখণ্ডী সখা না দেখিব আর ॥
কুটুম্ব প্রধান মম হিতকারী জন ।
বলিষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ছিল দুষ্টের দমন ॥
পুত্র পৌত্র সঙ্গে করি পরম উল্লাস ।
আসিয়া আমার কার্য্যে হইল বিনাশ ॥
বুদ্ধিমন্ত মহারাজ অতুল পৌরুষে ।
ক্ষিতিতে প্রধান ইন্দ্র গণি যে বিশেষে ॥
সাধিয়া আপন কার্য্য স্বচ্ছন্দ শয়নে ।
গুরুপুত্র আসি নাশে ধর্ম্ম নাহি মানে ॥
নাম ধার কত রাজা করেন বিলাপ ।
স্বকার্য্য সাধনে মম হৈল মনস্তাপ ॥
অভিমন্যু মরে রণে মহাযুদ্ধ করি ।
সেই মহাশোক আমি পাসরিতে নারি ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিদ্রায় আছিল ।
মূঢ়মতি অশ্বত্থামা সবারে মারিল ॥
আমার হিতের হেতু ছিল যত জন ।
গৃহেতে না গেল সবে হইল নিধন ॥
জননী রমণী যারা আছয়ে আলয় ।
কান্দিয়া কতেক নিন্দা করিবে আমায় ॥
এ সব ভাবিয়া মম স্থির নহে মন ।
এমন হইল দশা দৈবের ঘটন ॥
বীরশূন্য হইলাম নাহি কিছু সেনা ।
বৃথা রাজ্যে কার্য্য নাহি সংসার বাসনা ॥
বাঞ্ছা করি পুনঃ গিয়া বনবাস করি ।
তপ আচরণ করি হৈয়া ব্রহ্মচারী ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ মদ্রপতি আদি ।
এক এক বীর জিনে পৃথিবী অবধি ॥
সবারে করিনু জয় কৃষ্ণ সহকারে ।
কে জানে দুর্দ্দশা শেষে ঘটিবে আমারে ॥
রাজার বিলাপ শুনি কান্দে সর্ব্বজন ।
দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে করুণ বচন ॥
পিতৃ ভ্রাতৃ আদি করি যত বন্ধুগণ ।
এককালে অকস্মাৎ হইল নিধন ॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর বাক্য হরিল চেতনা ।
মস্তক উপরে যেন পড়িল ঝনঝনা ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী পড়ে অশ্রুজল ।
ভাই ভাই বলি কান্দে হইয়া বিকল ॥
জয় হেন মানি চিত্তে আনন্দ বিশাল ।
তার বিপরীত আজি ঘটাইল কাল ॥
যেমন আনন্দ হৈল তেন নিরানন্দ ।
ভাবিয়া কি হবে এবে বিধি কৈল মন্দ ॥
এমত করিবে বিধি জানিব কেমনে ।
কৌরব সহিত দ্বন্দ্ব হইল যখনে ॥
সকল করিয়া নাশ আপনি বিনাশ ।
পাপ রাজ্যে কার্য্য নাহি যাব বনবাস ॥
উজ্জ্বল হইয়া দীপ্ত হইল নির্ব্বাণ ।
আমার বৈভব লাভ তাহার সমান ॥

সেইরূপ সৈন্য ছিল যামিনী শোভনে।
সকল বিনাশ হৈল নাহি দেখি দিনে॥
এককালে নানা শোক উপজিল আসি।
শোক-সিন্ধু মধ্যে আমি তৃণ হেন ভাসি॥
কষ্টভাগ্যে কষ্ট হয় নাহি হয় দূর।
স্বয়ম্বরে পাই দুঃখ দ্রুপদের পুর॥
লক্ষ রাজা স্বয়ম্বরে করিল গমন।
লক্ষ্য বিদ্ধি প্রাপ্ত হইল ইন্দ্রের নন্দন॥
তাহাতে অনেক কষ্ট পাইনু অপার।
কৃষ্টের কৃপায় তাহা হইল নিস্তার॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হইলেন ধর্ম্মরাজ।
ভুবনে বিখ্যাত হৈল রাজসূয় কাজ॥
ত্রিভুবনে নিমন্ত্রণ হইল সবারে।
কত শত রাজা আসি রহিল দুয়ারে॥
কুবের সম্পদ জিনি হইল বৈভব।
পৃথিবীতে একচ্ছত্র হইল পাণ্ডব॥
জনে জনে বিষয় দিলেন যুধিষ্ঠির।
সম্পদের সংখ্যা নাহি পূর্ণিত মন্দির॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করিল মন্ত্রণা।
শকুনি পাপিষ্ঠে আনি দিলেক যন্ত্রণা॥
পাশা খেলি রাজ্যধন হরিয়া লইল।
সভামধ্যে আমার যে চুলেতে ধরিল॥
বস্ত্রহরণের কষ্ট দিল দুঃশাসন।
কতেক কহিব তাহা না যায় কথন॥
আকর্ষণ করি কেশ টানে পুনঃ পুনঃ।
কেহ কিছু নাহি বলে সকলি বিগুণ॥
দুর্য্যোধন পাপমতি দেখাইল উরু।
এ কারণে ভাঙ্গে ভীম মারি গদা গুরু॥
কর্ণ দুষ্ট আমারে বলিল কুবচন।
মরণ অধিক হৈল না যায় কথন॥
যে কষ্ট হইল তাহা নারি কহিবারে।
অমঙ্গল দেখি অন্ধ চিন্তিল বিচারে॥
আমারে ডাকিয়া অন্ধ দিল বরদান।
ধন রাজ্য দিয়া পুনঃ করিল সম্মান॥
বর পেয়ে নিজ রাজ্যে করিনু গমন।
পুনঃ পাশা খেলি দুষ্ট পাঠায় কানন॥
বনবাসে নানা কষ্ট হইল ভুগিতে।
কত দিনে দুর্য্যোধন বিচারিল চিতে॥
দুর্ব্বাসা মুনিরে পাঠাইল সেই বন।
শিষ্য ষাটি সহস্র লইয়া তপোধন॥
তবে কত দিনে জয়দ্রথে পাঠাইল।
আসিয়া আমার বাসে অতিথি হইল॥
শূন্যঘর দেখি দুষ্ট হরিল আমায়।
ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন আমারে সে দায়॥
অনন্তরে গিয়া আমি বিরাট আলয়।
সৌরিন্ধ্রী হইয়া দুঃখ ভুগিলাম তায়॥
তবে কত দিনে দুষ্ট কীচক দুর্ম্মতি।
আমাকে দিলেক দুঃখ অতি পাপমতি॥
প্রকারে মারিল ভীম রজনী সময়।
তবে পাইলাম রক্ষা কৃষ্ণের কৃপায়॥
না জানি কি আছে আর বিধাতার মনে।
জটাসুর দিল দুঃখ কাম্যক কাননে॥
বলে ল'য়ে যায় দুষ্ট পৃষ্ঠেতে করিয়া।
তাহাকে মারিল ভীম গদা আস্ফালিয়া॥
তাহাতে পাইনু রক্ষা কৃষ্ণের কৃপায়।
কত দুঃখ কব আর কহা নাহি যায়॥
এই সব দুঃখ স্মরি জ্বলে বহ্নিজ্বালা।
কত আর নিভাইব হইয়া অবলা॥
এবে শত্রু বিনাশিয়া মনে হৈল আশ।
গত-নিশি আমার ঘটিল সর্ব্বনাশ॥
এখন' জীবন ধরে এই পাপ তনু।
আমার উচিত হয় পশিতে কৃশানু॥
পিতৃ ভ্রাতৃ পুত্রশোকে জ্বলে কলেবর।
যেমন গরল জ্বালা জ্বলিছে অন্তর॥
কান্দিয়া শত্রুর নারী মনে পায় ব্যথা।
তাহার অধিক মোর করিল বিধাতা॥
দ্রৌপদী ক্রন্দন শুনি ভীম ধনঞ্জয়।
অবসন্ন বিষণ্ণ দেখেন শূন্যময়॥
বিহ্বল হইয়া পড়ে মাদ্রীর নন্দন।
দ্রৌপদী হইতে করে অধিক ক্রন্দন॥
কোপেতে আকুল হ'য়ে ধর্ম্মের নন্দন।
শিবির দেখিতে রাজা করেন গমন॥

কাক চিল উড়ে পড়ে শিবা কঙ্ক আদি।
খরস্রোতে বহিতেছে শোণিতের নদী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অশ্বত্থামার মুণ্ডচ্ছেদনার্থ ভীমের যাত্রা।

শিবির দেখিয়া রাজা দুঃখ অসম্ভব।
অশ্রু বহে নেত্রে কান্দে যতেক পাণ্ডব ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি হত দেখি যুধিষ্ঠির।
বিলাপ করেন কত নেত্রে বহে নীর ॥
সকল মরিল রাজ্যে কিবা প্রয়োজন।
বৃথা করিলাম এত অসাধ্য সাধন ॥
ভীম বলে রাজা শোক কর অনুচিত।
আপনার কর্ম্মভোগ কে করে খণ্ডিত ॥
আপনি থাকিলে সর্ব্ব পাবে মহাশয়।
অকারণে কর শোক ইতরের প্রায় ॥
কর্ম্মবশে জন্ম মৃত্যু হয় পুনঃ পুনঃ।
কোথা ছিলে কোথা যাবে তাহা নাহি গণ ॥
কর্ম্মবশে আসি মিলে কেহ নহে কার।
জন্মিলেই মৃত্যু আছে নহে খণ্ডিবার ॥
যে মরিল সে চলিল যথা কর্ম্মভোগ।
কেবল শরীর ছাড়ে দৈবের সংযোগ ॥
কালপূর্ণ হৈলে পরে কে রাখিতে পারে।
কত শত মহারাজ পুনঃ পুনঃ মরে ॥
অষ্টাদশ দিন যুদ্ধ করিয়া সকলে।
সকলে জিনিয়া মৃত্যু হৈল নিশাকালে ॥
কালপূর্ণ হৈলে নরে বিধির নির্ব্বন্ধ।
কালেতে সংহার করে শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ ॥
ইথে শোক অনুচিত ভাবিয়া কি কার্য্য।
শাস্ত্রবিজ্ঞ হয়ে হও শোকেতে অধৈর্য্য ॥
অতঃপর দ্রৌপদী কহেন শোকাবেশে।
অশ্বত্থামা মুণ্ড আনি দেহ মম পাশে ॥
দ্রৌণির মস্তকে বদ্ধ আছে এক মণি।
মুণ্ড কাটি সেই মণি যদি দেহ আনি ॥
তবে শোক নিবারণ হয়তো আমার।
নহে ভ্রাতৃ পুত্রশোকে না বাঁচিব আর ॥
শুন ভীম মহাবীর তোমা সম নাই।
বিক্রমে বিশাল তোমা করিল গোঁসাই ॥
সুগন্ধি কুসুমোদ্যানে জিনি যক্ষরাজে।
হিড়িম্বে মারিলে তুমি অরণ্যের মাঝে ॥
ব্রাহ্মণ রক্ষণে বকে করিলে বিনাশ।
কির্ম্মীরে বধিয়া কৈলে কাননে নিবাস ॥
জয়দ্রথ ভয় হৈতে করিলে উদ্ধার।
কীচকে বধিয়া মান রাখিলে আমার ॥
এখন এ শোকসিন্ধু মধ্যে ডুবে মরি।
রক্ষা কর আমারে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি ॥
দুঃশাসন রক্তপান কৈলে রণমাঝে।
উরুভাঙ্গি ভূমেতে পাড়িলে কুরুরাজে ॥
প্রতিজ্ঞা পূরণে গদাঘাত কৈলে শিরে।
সমুদ্র তরিয়া মরি গোক্ষুরের নীরে ॥
আমার বচন ধর বধ অশ্বত্থামা।
সকল নিষ্ফল হৈল তোমার মহিমা ॥
এখন উচিত হয় এই সব কথা।
শীঘ্র মোরে আনি দেহ দ্রোণপুত্র-মাথা ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া রাক্ষসের কর্ম্ম করে।
নিদ্রাগত পেয়ে দুষ্ট সকলে সংহারে ॥
তাহার বিনাশে নাহি ব্রহ্মবধ ভয়।
অধর্ম্ম করিল সেই দুষ্ট দুরাশয় ॥
কান্দিতে কান্দিতে এত দ্রৌপদী কহিল।
অনুমতি হেতু ভীম ধর্ম্মে জানাইল ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন এই সে উচিত।
কর্ম্ম অনুসারে শাস্তি শাস্ত্রের বিহিত ॥
এত শুনি ভীমবীর রথ আরোহিয়া।
নকুলে সারথি করি চলিল ধাইয়া ॥
ভীমের এতেক সজ্জা আরম্ভ দেখিয়া।
গোবিন্দ বলেন ধর্ম্মরাজে সম্বোধিয়া ॥
অশ্বত্থামা বিনাশে পাঠাও বৃকোদরে।
বিচার না করি রাজা মুক্ত দিলে তাঁরে ॥
অসাধ্য সাধন তেঁই সিদ্ধি অসম্ভব।
সংসার বিজয়ী সে, কে করে পরাভব ॥
পরাক্রম তাহার কি না আছ-বিদিত।
না বুঝিয়া হেন কর্ম্ম কর বিপরীত ॥

ত্রিলোকেতে সেই একা মহাধনুর্দ্ধর।
পরাক্রম করি জিনে সব চরাচর॥
কি করিবে ভীম তার করি মহারণ।
ভীম হৈতে না হইবে তাহার দমন॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি, যবে ছিলা বনে।
অশ্বত্থামা নিরবধি ভ্রমিত কাননে॥
দৈবে একদিন গেল দ্বারকা ভুবনে।
দেখিয়া বান্ধবগণ হরষিত মনে॥
বিক্রম করিয়া বলে আমার সাক্ষাতে।
ব্রহ্মশির অস্ত্র আমি জানি ভালমতে॥
তাহা লৈয়া চক্র মোরে দেহ চক্রপাণি।
ত্রৈলোক্য জিনিতে পারি হেন অস্ত্র জানি॥
অব্যর্থ আমার অস্ত্র জানে ত্রিভুবন।
ইহা লৈয়া চক্র মোরে দেহ নারায়ণ॥
উপরোধ হেতু আর দেরী না করিয়া।
দ্রৌণিকে দিলাম চক্র তখনি আনিয়া॥
তুলিতে নহিল শক্ত রাখি চক্রধর।
কহিল না লব চক্র রাখ চক্রধর॥
ইহার অধিক মম আছে ব্রহ্মশির।
বজ্রদণ্ডে জিনি আমি শুন যদুবীর॥
পৃথিবী সংহার দেব কর এই বাণে।
কাহারে না দিয়া অস্ত্র দিল মম স্থানে॥
করিলাম জিজ্ঞাসা সে দ্রোণের নন্দনে।
তবে চক্র চাহ কেন আমার সদনে॥
অশ্বত্থামা বলে তোমা জিনিবার মনে।
অস্ত্র হৈতে শ্রেষ্ঠ চক্র জানিনু এক্ষণে॥
কার্য্য নাহি তোমা সহ বিবাদে আমার।
এত বলি তথা হৈতে কৈল আগুসার॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই শুন মহাশয়।
বুঝিয়া করিবা কার্য্য যেবা মনে লয়॥
দ্রোণপুত্র দুরাত্মা সে ক্রোধন চঞ্চল।
ব্রহ্মশির অস্ত্র তার সদা করতল॥
আমার বচনে তুমি রাখ ভীম বীরে।
শুনিয়া চিন্তিত বড় রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
সকল মজিল রাজ্য কি কার্য্য বিশেষ।
নিশ্চয় মরিব আমি শুন হৃষীকেশ॥
অগ্রে ভীম চলি গেল না শুনি বারণ।
এখন উচিত যাহা কর নারায়ণ॥
তোমা বিনা গতি আর নাহি ত্রিভুবনে।
বল বুদ্ধি পরাক্রম নাহি তোমা বিনে॥
যে হয় উপায় এবে করহ উচিত।
তোমা বিনা পাণ্ডবের অন্য নাহি স্থিত॥
গোবিন্দ বলেন চল ভীমের পশ্চাৎ।
বিলম্ব না কর আর শুন নরনাথ॥
অর্জ্জুন সহিত হরি করিলা গমন।
তাহার পশ্চাতে যান ধর্ম্মের নন্দন॥
রথ রথী পদাতিক চলিল অপার।
নানা বাদ্য কোলাহল হৈল আগুসার॥
অশ্বত্থামা সর্ব্বসৈন্য করিয়া বিনাশ।
ভয়ে পলাইয়া রহে যথা মুনি ব্যাস॥
তথা উপনীত হৈল ভীম মহাবাহু।
অশ্বত্থামা দেখি যেন চন্দ্রে গিলি রাহু॥
বাদ্য শব্দে অশ্বত্থামা কম্পিত হইল।
ভীমের গর্জ্জন শুনি বিস্ময় মানিল॥
ভীমে দেখি অশ্বত্থামা করিল সাহস।
মরণ চিন্তিল মনে রাখিবারে যশ॥
অশ্বত্থামা অস্ত্র ধনু নাহি ধরে করে।
মুষ্টি করি লইল ঈষিকা সব্যকারে॥
মন্ত্র পড়ি ছাড়িলেক দিয়া হুহুঙ্কার।
নিষ্পাণ্ডবা ক্ষিতি করে প্রতিজ্ঞা তাহার॥
ক্রোধ করি অস্ত্র ছাড়ি করিল গর্জ্জন।
বাণের মুখেতে অগ্নি হয় বরিষণ॥
হেনকালে তথা পার্থ গোবিন্দ আসিয়া।
প্রলয় অনল উঠে সম্মুখে দেখিয়া॥
পার্থেরে কহেন কৃষ্ণ কি দেখহ আর।
ক্ষণেক থাকিলে সর্ব্ব করিবে সংহার॥
সম্বরণ অস্ত্র জান দ্রোণ-উপদেশে।
সত্বরে সন্ধান পূর অস্ত্রের বিনাশে॥
ক্ষণেক থাকিলে হবে অসাধ্য হে সখা।
প্রলয় অনল উঠে নাহি যাবে রাখা॥
অর্জ্জুন শুনিয়া আইলেন ক্রোধভরে।
করতলে ধরি অস্ত্র সাহসী অন্তরে॥

আগু হৈয়া রথ হৈতে নামি ধনঞ্জয় ।
দাণ্ডাইয়া রহিলেন কারে নাহি ভয় ॥
যোড়হস্তে গুরুপদে করি নমস্কার ।
ধনুক টঙ্কার দেন লোকে চমৎকার ॥
এড়িলেন একবাণ উঠিল আকাশে ।
গর্জ্জন করিয়া যায় দ্রোণপুত্র নাশে ॥
তন্ত্রে মন্ত্রে বাণ এড়িলেক ধনঞ্জয় ।
হইল প্রলয় যুদ্ধ দোঁহেতে দুর্জ্জয় ॥
তিনলোক শব্দে কাঁপে, কাঁপে চরাচর ।
যেন কালদণ্ড বাণ জ্বলে বৈশ্বানর ॥
উল্কাপাত নির্ঘাত সে বাণ হৈতে খসে ।
হইল প্রলয় বড় পৃথিবী বিনাশে ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবৃষ্টি হয় ঘনে ঘন ।
প্রলয় দেখিয়া স্থান ছাড়ে দেবগণ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল সর্ব্বলোক ।
মহাশব্দে বন যেন পোড়ায় পাবক ॥
দুই অস্ত্র সম দেখি কেহ নহে ঊন ।
মহাবীর দুইজন কেহ নহে ন্যূন ॥
গিরি বৃক্ষ পোড়ে তাহে প্রাণী কিসে গণি ।
অকালে প্রলয় হয় মানে সর্ব্ব প্রাণী ॥
মহাশব্দে পুড়ি যায়-সব অগ্নিময় ।
সমুদ্র মন্থনে যেন বিষের উদয় ॥
দ্বাদশ সূর্য্যের দীপ্তি প্রলয়ের কালে ।
সেইমত দোঁহে শত শত অস্ত্র ফেলে ॥
জল স্থল পুড়ি যায় যেমত ঝঞ্ঝনা ।
মহা অস্ত্র দোঁহে নাহি সম্বরে আপনা ॥
সর্ব্ব সৃষ্টিনাশ যায় দেখি লাগে ত্রাস ।
হেনকালে আইলা নারদ আর ব্যাস ॥
দুই বাণ মধ্যে রহিলেন দুই মুনি ।
জগতের নিতান্ত বিনাশ অনুমানি ॥
দোঁহারে বলেন ডাকি দুই তপোধন ।
সৃষ্টিনাশ কর কেন কর সম্বরণ ॥
উভয়ে বিবাদে কেন সৃষ্টি কর নাশ ।
কিবা মনে করিয়াছ কহ এক ভাষ ॥
শুনিয়া দোঁহার বাক্য অর্জ্জুন তখন ।
করিলেক আপনার অস্ত্র সম্বরণ ॥
দ্রৌণি ডাকে কহে শক্য নহে নিবারণ ।
ক্রোধে অস্ত্র ছাড়িলাম কি করি এখন ॥
উপরোধ রাখি যদি তোমা দোঁহাকার ।
পাণ্ডবে মারিয়া অস্ত্র আসুক আমার ॥
তবে যদি ক্ষমা করি দোঁহা উপরোধে ।
উত্তরার গর্ভপাত করিব বিবাদে ॥
যেই পুত্র আছে উত্তরার গর্ভবাসে ।
চলিল আমার অস্ত্র তাহার বিনাশে ॥
অর্জ্জুন বলেন কাটি দ্রোণপুত্র শির ।
নহিলে না হবে ক্ষমা শুন যদুবীর ॥
ব্যাস বলিলেন শুন বীর অশ্বত্থামা ।
শিরোমণি দিয়া পার্থে চাহ তুমি ক্ষমা ॥
তব বাণে মরে যদি শিশু গর্ভবাসে ।
তারে জীয়াইব আমি চক্ষুর নিমিষে ॥
মণি দিলে শির ক্ষত হইবে তোমার ।
বৎসর সহস্র তৈলে নহে প্রতীকার ॥
শিরের পীড়ায় তুমি করিবা ভ্রমণ ।
যেমন তোমার কর্ম্ম হইল তেমন ॥
এত শুনি অশ্বত্থামা করিয়া ছেদন ।
শিরোমণি ধনঞ্জয়ে করে সমর্পণ ॥
হেথা দ্রৌণি-বাণ বেগে উঠিল আকাশে ।
বায়ুবেগে উত্তরার গর্ভেতে প্রবেশে ॥
গর্ভে প্রবেশিয়া গর্ভ করিল নিধন ।
প্রবেশ করেন গর্ভে কৃষ্ণ সেইক্ষণ ॥
গর্ভ বিনাশিয়া বাণ হইল বাহির ।
পুনঃ গর্ভ জীবিত করেন যদুবীর ॥
এই মতে শান্ত হৈল অস্ত্র বরিষণ ।
জলেতে নিবৃত্ত যেন হয় হুতাশন ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার ।
কাশী কহে শুনিলে হইবে ভবপার ।

অশ্বত্থামার শিরোমণি পাইয়া দ্রৌপদীর সন্তোষ ।

মস্তক-জ্বলনে দুঃখ অশ্বত্থামা পায় ।
দেখি মুনি ব্যাসদেব কহিলেন তায় ॥
যাবৎ তোমার দেহে থাকিবে জীবন ।
শিরোমণি তোমার না হবে কদাচন ॥

পৃথিবীতে নর তৈল মাখিবার কালে।
তব নামে তিনবার আগে দিবে ফেলে ॥
সেই তৈল পড়িবেক পৃথিবী উপরে।
তোমার মস্তকেতে পড়িবে মম বরে ॥
তাহাতে নিবৃত্ত হবে তোমার জ্বলনি।
নিজস্থানে যাহ, ভয় না করিহ দ্রৌণি ॥
তব নামে অগ্রে তৈল যে জন না দিবে।
ব্রহ্মবধ পাতক তাহাকে পরশিবে ॥
এইরূপে অশ্বত্থামা দিয়া মণিবর।
বিমনা হইয়া গেল আপনার ঘর ॥
ব্যাস নারদেরে ল'য়ে পাণ্ডুপুত্রগণ।
কৃষ্ণ সহ করিলেন শিবিরে গমন ॥
পুনর্জন্ম হৈল মনে করে ভীমবীর।
গোবিন্দের সাহায্যে সুস্থির যুধিষ্ঠির ॥
জানিলেন কৃষ্ণ হৈতে তরিনু সঙ্কটে।
সতত রাখেন কৃষ্ণ বিঘ্ন যদি ঘটে ॥
দ্রৌণির মস্তক মণি লইয়া সত্বর।
দ্রৌপদীর নিকটে গেলেন বৃকোদর ॥
অগ্রে শিরোমণি রাখি কহেন বৃত্তান্ত।
ভাগ্যে রক্ষা পাইলাম এবার নিতান্ত ॥
দ্রৌপদী বলেন মম গেল পরিতাপ।
দুঃখের কারণ মম ছিল পূর্ব্ব পাপ ॥
মণি আনি দিয়া তুষ্ট করিলে আমারে।
আমা প্রতি মন আছে কহিনু তোমারে ॥
এই মণি মহারাজ করুক ধারণ।
তবে ভীম আরো মম তুষ্ট হয় মন ॥
দ্রৌপদীর অভীষ্ট জানিয়া ধর্ম্মরায়।
করিলেন স্বমস্তক ভূষিত তাহায় ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন নারায়ণে।
অন্তর্য্যামী ভগবান জানহ আপনে ॥
না হইল না হইবে এমন মন্ত্রণা।
তোমার রক্ষিত আমি জানে সর্ব্বজনা ॥
কার বরে দ্রোণপুত্র রাত্রিতে আসিয়া।
একাকী সকল সৈন্য গেল বিনাশিয়া ॥
পূর্ব্বে যদি জনার্দ্দন হইত এমন।
সংহার করিত দ্রৌণি সব সৈন্যগণ ॥
কহ শুনি জগন্নাথ ইহার কারণ।
কি কারণে অশ্বত্থামা করিল এমন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা জানিলে কি হয়।
কালে করে কালে হরে কাল সর্ব্বময় ॥
পরাক্রমে দ্রোণপুত্র পারে কি তোমায়।
সাধিল দুষ্কর কার্য্য শিবের কৃপায় ॥
ভক্তি হেতু মহাদেব অর্জ্জুনের বশ।
সব রক্ষা করিলেন দিন অষ্টাদশ ॥
ক্ষয়কালে উপনীত দ্রোণের নন্দন।
পাইল শিবির দ্বারে শিব দরশন ॥
ভক্তিভাবে স্তব করে দেব মহেশ্বরে।
বর পাইলেক দ্রৌণি যা ছিল অন্তরে ॥
দয়ার সাগর হর না ভাবি বিষাদ।
দ্রৌণিরে আপন খড়্গ দিলেন প্রসাদ ॥
বর দিয়া শঙ্কর গেলেন নিজালয়।
বধিল সকল সেনা দ্রোণের তনয় ॥
পরম দয়ালু হর দেবের দেবতা।
সংহার কারণে রুদ্র প্রলয় বিধাতা ॥
পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করেন মহেশ।
পুনঃ বর দেন তুষ্ট হ'য়ে ব্যোমকেশ ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি আদি দেবগণ।
শিব সেবি সব কার্য্য করিল সাধন ॥
যাহার আজ্ঞায় জয় হয় ত্রিভুবনে।
ভক্ষণ করিল বিষ সমুদ্র-মন্থনে ॥
শিব-বরে দ্রৌণি সব করিল বিনাশ।
নহিলে কাহার শক্তি হেন করে আশ ॥
সৃষ্টির সংহার কর্ত্তা সেই দেবরাজ।
তাঁর আজ্ঞা বিনা কেহ নাহি করে কাজ
জন্মাইয়া ত্রিজগৎ করেন পালন।
কাল পরিপূর্ণ হ'লে আপনি নিধন ॥
আদ্যদেব মহাগুরু সর্ব্বদেব গুরু।
ভক্তের অধীন সদা বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
এতেক মহত্ত্ব তব শিব-প্রসাদাৎ।
অর্জ্জুনে তোষেন দেব হইয়া কিরাত ॥
যত বীর মরিলেন ভারত সমরে।
কুরুক্ষেত্রে পড়িয়া চলিল স্বর্গপুরে ॥

তুমি আমি যথাকালে যাব অনায়াসে।
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রেতে বিশেষে॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ বলেন বচন।
বুঝিলে না বুঝে মন মায়ার কারণ॥
তোমা বিনা নাই গতি শুন পরমেশ।
সর্ব্ব শূন্য দেখি আমি না পাই উদ্দেশ॥
দৈব হেতু সব হয় কে খণ্ডিতে পারে।
কর্ম্মবশে গতায়ত প্রাণী সদা করে॥
তথাপি তোমারে কহি মনের মানসে।
জয় পরাজয় হয় স্ব স্ব কর্ম্মবশে॥
দেখহ গোবিন্দ মম অতি অমঙ্গল।
গেল বন্ধু বান্ধবাদি তনয় সকল॥
বংশে বাতি দিতে আর না রহিল কেহ।
কি সুখে রহিব বল, চাহি নাক গেহ॥
বিলাপ করুণা যত কি করি এখন।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি বিধির লিখন॥
তোমার চরণে মতি রহে অনিবার।
জীবন যৌবন ধন মিথ্যা পরিবার॥
গোবিন্দ বলেন রাজা ত্যজ শোক মন।
রাজধর্ম্ম সদাচার কর অনুক্ষণ॥
যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্রকুলে প্রধান এ কায।
প্রজার পালন কর পৃথিবীর মাঝ॥
জয় পরাজয় হয় নাহিক এড়ান।
পূর্ব্বাপর সংসারেতে আছে এ বিধান॥
কৃষ্ণের বচনে রাজা স্থির কর মন।
দ্রৌপদী সুস্থিরা হ'য়ে চিন্তে নারায়ণ॥
গোবিন্দ-মায়াতে তবে সুস্থির হইল।
অনুক্ষণ কৃষ্ণ নাম জপিতে লাগিল॥
সকল আপদ খণ্ডে জন্মে দিবজ্ঞান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ॥
মহাভারতের কথা কাশী বিরচিল।
এইত ঐষিকপর্ব্ব সমাপ্ত হইল॥

ঐষিকপর্ব্ব সমাপ্ত।